আকরাম খান
বিশ্বজনীন দৃষ্টি

মঞ্জুলিকা রহমান

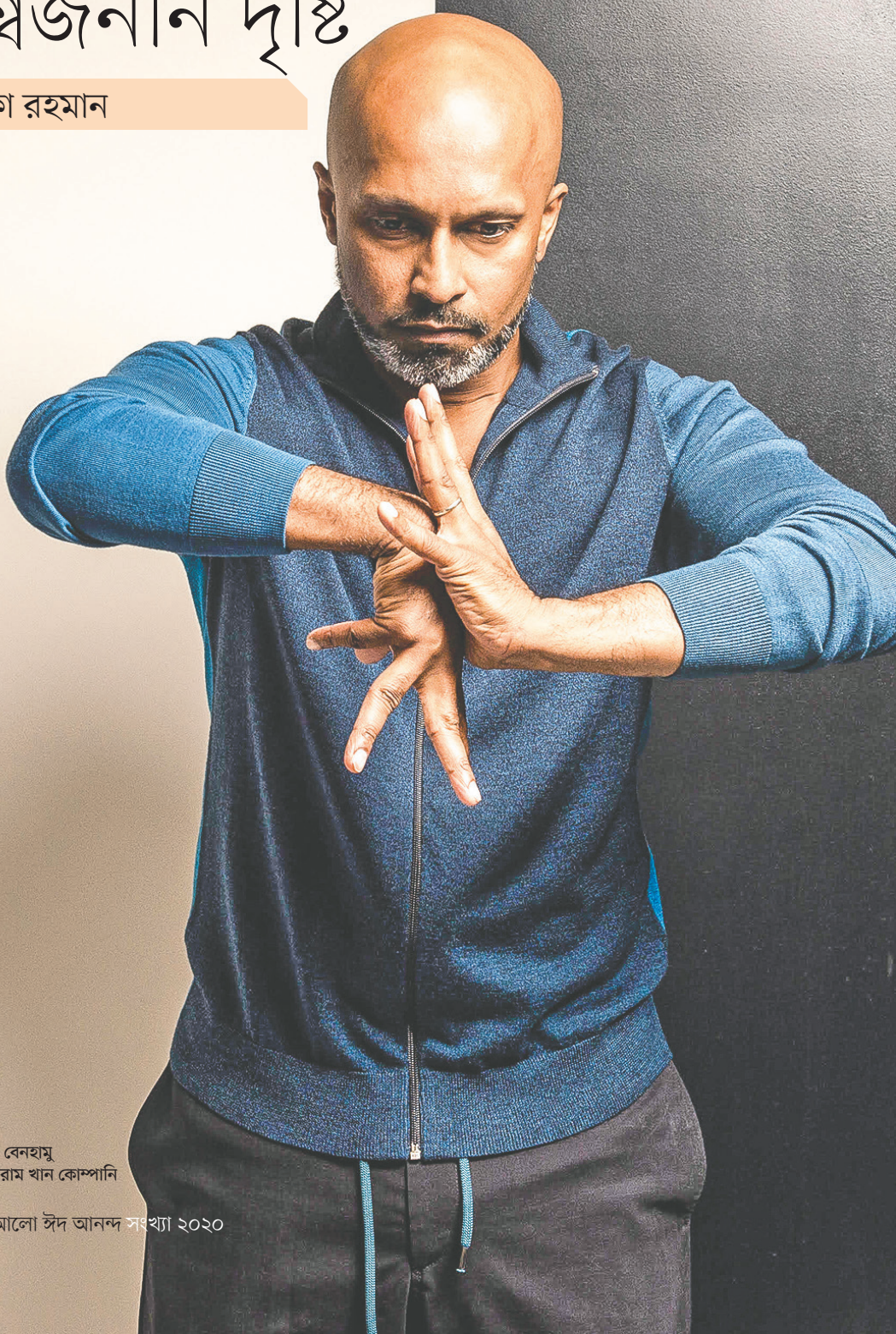

আকরাম খান।
ছবি : জুলিয়েন বেনহামু
সৌজন্য : আকরাম খান কোম্পানি

মঞ্চজুড়ে মায়াবী নীলাভ আলো। মঞ্চে অস্পষ্ট মানবমূর্তির মতো একটা অবয়ব। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি-পায়জামা। পাঞ্জাবির ওপর মুজিব কোট। দুই হাত পেছনে। মায়াবী মানুষটাকে গভীর চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো দেখতে শতবর্ষী বৃদ্ধ লোকটা কুঁজো হয়ে সামনের দিকে আসছেন। মনে হচ্ছে তিনি বয়সের ভারে একেবারে ন্যুব্জ। মঞ্চের বাঁ দিক থেকে খুব ধীরগতিতে হেঁটে তিনি মঞ্চের মাঝখানে যাচ্ছেন। তাঁর পেছনে সাদা ধবধবে পোশাক পরা কয়েক সারি মানুষ ভূতের মতো অনড় দাঁড়িয়ে। সবাই মঞ্চের মাঝখানে এগিয়ে চলা বৃদ্ধের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নেপথ্যে বাজছে জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।'

মঞ্চের ওপরে যেখানটায় লোকগুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, সেই জায়গাটিকে শহীদ মিনারের আদল দেওয়া হয়েছে। শহীদ মিনারের মূল বেদির দিকে পা ফেলে এবার সাদা পোশাক পরা মূর্তিরা এগিয়ে আসছে। বঙ্গবন্ধুর মতো দেখতে লোকটা মঞ্চের ঠিক মাঝখানে গিয়ে আস্তে আস্তে তাঁর পেছনে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকালেন। নেপথ্যে কর্কশ আওয়াজ হচ্ছে। শব্দ ক্রমে বাড়তে বাড়তে

'পিতা : ভাসমান পৃথিবীর চিত্র' নৃত্যরচনার একটি মুহূর্ত। ছবি : আসিফ মোসাদ্দেক

উচ্চ সীমায় পৌঁছাল। শব্দের তীব্রতার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর আদলের লোকটি নুয়ে পড়া অবস্থা থেকে একঝটকায় যেন শক্তি ফিরে পেলেন। ঝট করে একটি বাহু তুলে ধরলেন তিনি। হাতের আঙুলগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে এমন মুদ্রা রচনা করলেন, যেন চারপাশের সমস্ত কোলাহল খামোশ হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তখনই শোনা গেল গুলির আওয়াজ। সে আওয়াজ বিদীর্ণ করে কণ্ঠ ভেসে এল, 'ভাইয়েরা আমার!' পেছনে দাঁড়ানো সাদা পোশাক পরা মানুষগুলোর দিকে বঙ্গবন্ধুর আদলের মানুষটি দুই হাত প্রসারিত করে তাকালেন। শরীর আবার আগের মতো দুর্বল হয়ে গেল। এরপর আরেকটি গুলির আওয়াজ। বৃদ্ধের ন্যুব্জ শরীর এমনভাবে কেঁপে উঠল যেন তিনি পড়ে যাচ্ছেন। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। এবার তিনি শেখ মুজিব হিসেবে মূর্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আজ অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।...আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন...আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি।'

এরপরই আচমকা বজ্রপাতের মতো আওয়াজের সঙ্গে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা মঞ্চে। এক নিমেষেই সেই আলো আবার নিভে গেল দপ করে। মঞ্চের প্রায় সবটুকুজুড়ে নেমে এল অন্ধকার। শুধু বঙ্গবন্ধুর আদলের লোকটার ওপর জেগে থাকল স্পটলাইট। আলোর সেই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেন সময়-কাল বদলে যাচ্ছে। মুজিবসদৃশ দেহটা একদিকে হেলে পড়ল। তাঁর ডান হাত মাটিতে ভর করে পুরো দেহটা একবার পাক খেল; বিদ্যুৎগতিতে দেহটি আবার দাঁড়িয়ে পড়ার আগে ডান পা ঋজু ভঙ্গিমায় শূন্যে খেলিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে মনে হলো সময়কে জয় করে সত্যিকারের বঙ্গবন্ধু ক্ষণকালের জন্য আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। তিনি সজোরে শূন্যের দিকে তুলে দেওয়া পা দর্শকের সামনে দিয়ে এমনভাবে ঘুরিয়ে আনলেন, যেন অতীতকে টেনে আনলেন বর্তমানে। এবার তিনি যেন পূর্ণাঙ্গ শেখ মুজিবে পরিবর্তিত হলেন। সংহত ভঙ্গিমায় তাকালেন সামনের দিকে। তাঁর চোখের তারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলতে লাগল। ভেসে এল এক নারী সংবাদপাঠিকার কণ্ঠ, 'রক্তের দামে কেনা বাংলাদেশ। মার্চ ১৯৭১-এ শুরু হলো গণহত্যার বছর।'

এটি বিশ্বখ্যাত নৃত্যশিল্পী আকরাম খানের 'ফাদার : ভিশন অব দ্য ফ্লোটিং ওয়ার্ল্ড' বা 'পিতা : ভাসমান পৃথিবীর চিত্র' নৃত্য-পরিবেশনার সূচনাদৃশ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গত ১৭ মার্চ ঢাকায় এই নৃত্য মঞ্চস্থ হয়।

আকরাম খান এ মুহূর্তে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সফল নৃত্যরচয়িতাদের একজন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে নিয়ে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা হচ্ছে, তাঁর বিস্তর সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে।

ইন্টারনেটে তাঁকে নিয়ে তৈরি বহু ভিডিও চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। তাঁকে নিয়ে রয়না মিত্রের লেখা *আকরাম খান : ড্যান্সিং ইন্টারকালচারালিজম* বা *আকরাম খান : আন্তসংস্কৃতির নাচ* নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। আকরাম খানের পরিবেশনার বিশ্বজনীন আবেদন কীভাবে নানা জাতি ধর্ম ও সমাজ থেকে আসা বিভিন্ন শ্রেণির দর্শকের মনের ওপর অভিন্ন অভিঘাত সৃষ্টি করে, সেটি এ লেখায় বোঝার চেষ্টা করব।

ওপরে বর্ণিত নৃত্যরচনায় বঙ্গবন্ধুর অবয়বের মধ্যে আকরাম খানের বিশ্বজনীনতা প্রতিফলিত হয়েছে। এই কোরিওগ্রাফির প্রধান চরিত্র হিসেবে 'পিতা' বলতে যাঁকে দেখানো হয়েছে, তিনি বাস্তবত এবং কোরিওগ্রাফির মধ্যে 'পিতা' হিসেবেই চিত্রিত হয়েছেন। বাংলাদেশের জাতীয় জনমানসে শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবে চিত্রায়িত হয়ে থাকেন, এই কোরিওগ্রাফিতে তাঁকে সেভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ছবি দেখে দেখে আমাদের মনে তাঁর যে ছবিটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তা হলো দীর্ঘদেহী একজন মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দিয়ে তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠের দৃঢ়তায় মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতেন। কিন্তু আকরাম খানের এই নৃত্যরচনায় প্রথমে আমরা বঙ্গবন্ধুকে একজন ন্যুব্জ ও অশক্ত একজন বয়সী মানুষ হিসেবে দেখছি। বঙ্গবন্ধুর আইকনিক প্রতিমার সঙ্গে এই চেহারার কোনো মিল নেই। এরপরই ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের সম্মোহক ক্ষমতার পূর্ণমাত্রা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হন। তার মানে 'পিতা'র অতিবৃদ্ধ মুজিবের মধ্যে একই সঙ্গে আমরা দুটি জিনিস পাই। একটি হলো, ঠিক আজকের দিনে এক শ বছর বয়সের শেখ মুজিব, যিনি তাঁর চারপাশের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সামগ্রিক বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত; আরেকটি ছবি হলো পেছনের দিনের ঐতিহাসিক মুজিব, যিনি পাকিস্তানের নির্যাতন ও নিষ্পেষণে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। এই কোরিওগ্রাফিতে মুজিব ফিগারটি সংবাদ উপস্থাপক ও সাংবাদিকদেরও অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। মুজিবের আদলের নৃত্যরত মানুষটির দেহের ওপর দিয়ে যেন সংবাদপাঠকের কণ্ঠ বিচ্ছুরণের মতো ছুটে যায় এবং মুজিব কোটের ভেতরে থাকা মানুষটির দুটি সত্তা দর্শকের দৃষ্টির সীমানায় আটকে রাখে।

শেখ মুজিবের কণ্ঠের মধ্য দিয়ে সংবাদভাষ্য উপস্থাপনের এই ভাবনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংবাদিকেরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের ভূমিকার কারণেই পশ্চিম পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের কথা বিশ্ববাসী জানতে পেরেছিল। আজকের দিনে যখন বিশ্বের বহু দেশ কর্তৃত্ববাদী শাসনের দিকে ঝুঁকছে, তখন এই সাংবাদিকেরাই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

এই নাচের দৃশ্যে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকায় ছিলেন মালয়েশিয়ার চৌকস ও মেধাবী নৃত্যশিল্পী রাজিমান সারবিনি। শেখ মুজিব যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের স্বাধীনতাকামীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছেন, সেটি এই মালয়েশিয়ান শিল্পীর প্রতিটি মুদ্রায় ফুটে উঠেছে। আকরাম খানের পরিবেশনায় প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে দ্বৈত সত্তা, এমনকি কখনো কখনো তার চেয়েও বেশি সত্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ যেন তাঁর নিজের জীবনেরই প্রতিফলন।

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ম্যাসাচুসেটসের উইলিয়ামস্টোনে, উইলিয়াম কলেজে এক সপ্তাহের কর্মশালায় আকরাম খান ড্যান্স কোম্পানি এসেছিল। সে সময় আকরাম খান আমাকে বলেছিলেন, ছোটবেলায় যুক্তরাজ্যে তিনি তাঁর বাবার ইন্ডিয়ান কারি রেস্টুরেন্টে কাজ করার সময় তাঁর বাবা তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন, যেখানে একটি বাক্যের মধ্যে দুটো কথা থাকত। যেমন তাঁর বাবা হয়তো কোনো দিন তাঁকে বললেন, 'খদ্দেররা চিকেন কারির অর্ডার দিয়েছে আর তোমার তো দুটোয় নাচের ক্লাস আছে।' এই বাক্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কবিহীন দুটো কথায় আকরাম খান বিভ্রান্ত হতেন। তবে অভিবাসী শিশুদের দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা বা একই সময়ে দুটো কাজ করতে শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'পিতা' নৃত্যায়োজনে এই দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য দেওয়ার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। এর মধ্যে মিথ বা অতিকল্পনা (চিরায়ত মুজিব) এবং সত্য (ঐতিহাসিক মুজিব) পাশাপাশি প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০১৮ সালে রচিত 'জেনোস' নামের নৃত্যরচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে আকরাম খান বলেছেন, তাঁর সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে সচেতনভাবেই নারী-পুরুষ দ্বৈত সত্তা আরোপ করা হয়েছিল। চিরায়ত বিষয়গুলোও তিনি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, তাঁর দেহকাঠামো পুরুষের হলেও তিনি সৃজনশীলতার মুহূর্তে নিজের মধ্যে নারীর দৃষ্টিভঙ্গিও ধারণ করেন।

আকরাম খান সব সময়ই তাঁর মা আনোয়ারা খানের কথা উচ্ছ্বসিতভাবে বলতে ভালোবাসেন। তাঁর এই শিল্পযাত্রায় আনোয়ারা খান অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনিই তাঁকে নাচের জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর নিজের জীবনের গল্প, সমাজ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও বিশ্বাস এবং নারীবাদ আকরাম খানের মন গড়ে তুলেছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে আনোয়ারা খানকে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, সেটি আকরাম খানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। নিজের পরিবারের মুক্তিযুদ্ধকালের গল্পগুলো, সুনির্দিষ্ট করে বললে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে মা আনোয়ারা খানের উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা আকরাম খানের 'পিতা' তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

আনোয়ারা খান তাঁর কিশোর ছেলেকে কথক নৃত্যগুরু প্রতাপ পাওয়ারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতাপ পাওয়ারের কাছে আকরাম খান কথক শেখেন। একপর্যায়ে তাঁর প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন। কথক নাচের প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি আরেকটি শৈল্পিক অভিজ্ঞতা নৃত্যকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে আকরাম খানকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আকরাম খান বিখ্যাত ইংরেজ পরিচালক পিটার ব্রুকসের *দ্য মহাভারত* নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পান। *দ্য মহাভারত* মঞ্চে পরিবেশিত হয়, পাশাপাশি টেলিভিশনেও সিরিজ হিসেবে সম্প্রচার করা হয়। বালক বয়স থেকেই মঞ্চ পরিবেশনার জন্য আকরাম খান বিশ্বভ্রমণ করেন। সেসব অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী কাজে ভূমিকা রেখেছে।

আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় নিজের কোরিওগ্রাফিক প্রক্রিয়া নিয়ে আকরাম খান বলেন, তিনি তাঁর প্রতিটি কাজ করার সময় একটি নির্দিষ্ট সময়

আকরাম খানের শিল্প-নির্দেশনা ও নৃত্যরচনায় ‘পিতা : ভাসমান পৃথিবীর চিত্র’। শিল্প সহযোগী মাভিন খু, কম্পোজার : ভিনসেঞ্জো লামানিয়া। ছবি : আসিফ মোসাদ্দেক

ধরে গভীর গবেষণা করেন। কাজটি যখন একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে, তখন তিনি একটি বিমূর্ত বিষয়—তাঁর ভাষায়, একটি ‘কাঠামোহীন কল্পনাশ্রিত’ ফর্ম—আঁকড়ে ধরে কাজ করতে থাকেন। ব্রুকসের তত্ত্ব অনুযায়ী, কল্পনার আইডিয়া ও অনুভূতিকে তিনি গল্পের ছোঁয়া দিয়ে ধীরে ধীরে জীবন্ত করে তোলেন।

আকরাম খানের কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর কাজ খুবই সমন্বয়মূলক। একটি চিন্তা ও কল্পনা অনেক শিল্পীর সমন্বিত ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে তিনি বাস্তবতার কাছাকাছি নিয়ে আসেন। ২০১৮ সালে তাঁর ‘জেনোস’ কোরিওগ্রাফির সহশিল্পীদের সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, তাঁর গোটা প্রকল্পের শিল্পীদল ‘শতভাগ সমন্বিত’, কিন্তু তারপরও প্রত্যেক শিল্পীর নিজ নিজ শিল্পকৌশলের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। প্রত্যেক শিল্পীর প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ একটি পরিবেশনাকে বিশ্বজনীন করে তোলে। আকরামের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে যে নির্দিষ্ট ইতিহাস ও গল্প নাচের মুদ্রায় তুলে ধরা হয়, তা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ থেকে আসা দর্শকদের কাছে চিরায়ত স্পষ্টতায় ধরা দেয়।

বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে আকরাম খান ড্যান্স কোম্পানির যোগাযোগ স্থাপনের একটি বড় সুযোগ করে দিয়েছে ‘পিতা’। বঙ্গবন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করা শিল্পী সারবিনি আমাকে বলেছেন, নিজের ঐতিহ্য এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে ‘পিতা’ পরিবেশনাটি আকরাম খান ড্যান্স কোম্পানির ‘উত্তরাধিকার প্রকল্প’র অংশ হিসেবে কাজ করেছে। এটি রচনার আগে কোম্পানির মহড়া পরিচালক মাভিন খু বাংলাদেশে সফর করেছিলেন। অডিশনের মাধ্যমে তিনি ৩০ জন নৃত্যশিল্পীকে এই পরিবেশনায় অংশগ্রহণের জন্য বাছাই করেছিলেন। এই নৃত্যায়োজনের শুরুতে লানি ইয়ামানাকা, এলপিদা স্কুরু এবং রাজিমান সারবিনি—এই তিন শিল্পী লন্ডনে দিনে আট ঘণ্টা করে মহড়া করেছিলেন। তাঁরা নিজেরা পুরো কোরিওগ্রাফি পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়ত্ত করার পর বাংলাদেশের সহশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে আসেন।

রাজিমান সারবিনি বলেছেন, তিনি ও কোম্পানির নৃত্যশিল্পীরা ঢাকায় আঁটো শিডিউলে কাজ করেছেন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে প্রায় এক মাস তাঁরা দিনে আট ঘণ্টা করে মহড়া করেছেন। সকালের দিকে নাচের সাবলীলতার জন্য শুধু ফিটনেস এক্সারসাইজ করেছেন। বিকেলের ভাগে কোরিওগ্রাফির প্রশিক্ষণ হতো। সারবিনি বলেছেন, বাংলাদেশি নৃত্যশিল্পীদের জন্য এটি খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, সমকালীন নৃত্যকৌশলের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল না। বিশেষ করে, কোরিওগ্রাফির মধ্য দিয়ে আকরাম খান যেভাবে একই সঙ্গে বহুমাত্রিক ভাষা উচ্চারণ করে থাকেন, সে সম্পর্কে তাঁরা জানতেন না। তবে তিনি এটাও বলেছেন, ‘পিতা’য় তাঁর সঙ্গে কাজ করা বাংলাদেশি শিল্পীরা কাজ করেছেন খুবই নিরহংকার, বিনয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। সারবিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এসব বাংলাদেশি তরুণ নৃত্যশিল্পীদের অনেকেই আকরাম খানকে আদর্শ মনে করেন। তাঁর পরিবেশনায় অংশ নিতে পারাটাকে তাঁরা খুবই সম্মানের বিষয় বলে মনে করেছেন। তাই প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁরা কাজ করে গেছেন হাসিমুখে।

‘ফাদার : ভিশন অব দ্য ফ্লোটিং ওয়ার্ল্ড’ বা ‘পিতা : ভাসমান পৃথিবীর চিত্র’ বাংলাদেশের নাচের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাগ রেখে গেছে। কারণ, একটি নৃত্যরচনা কতটা শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে, এই পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তাঁরা তা উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন।

আমার বিশ্বাস, মঞ্চের পরিবেশনার চেয়েও মহড়ার সময় শিল্পীদের যে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, বারবার ব্যর্থতার পর সমবেত প্রচেষ্টায় সব বাধা পেরিয়ে যে প্রক্রিয়ায় তা পার হতে হয়, তার প্রভাব আরও বেশি। এ আয়োজনটি গোষ্ঠী ও শ্রেণিতে বিভক্ত আমাদের নাট্যাঙ্গনের শিল্পীদের যূথবদ্ধ হয়ে এবং পরস্পর সহমর্মী হয়ে কাজ করার দুর্লভ সুযোগ এনে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফল নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে এই আবেগময় আত্মনিবেদন যে অনিবার্য, এই আয়োজন তা বুঝিয়ে দিয়েছে।

মঞ্জুলিকা রহমান : যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে উইলিয়ামস কলেজের নৃত্য ইতিহাস ও তত্ত্বের অধ্যাপক